ঝিনাইদহে সদর থানা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদককে পুড়িয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ৯নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন ও তার গাড়ীচালক আক্তার হোসেনকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার পর হিরন চেয়ারম্যানের লাশ শহরের কেন্দ্রস্থল পায়রা চত্বরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। সেখানে দর্শকরা তার লাশে জুতা সেন্ডেল মারতে থাকে।

গতকাল সোমবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটায়। পরে তার লাশ মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১২ টার দিকে আন্দোলনকারীরা শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় অবস্থিত শহিদুল ইসলাম হিরনের বাড়িতে ভাংচুর করতে যায়। সেসময় হিরন আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে লাইসেন্সকৃত বন্দুক দিয়ে কয়েক রাউন্ডগুলি করে। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। পরে আন্দোলনকারীরা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও তার ব্যক্তিগত গাড়ী চালক আক্তারকে কুপিয়ে যখম করে। আক্তারকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। বাড়ির ৩য় তলায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হিরন। সন্ধ্যায় আগুনে পুড়ে মারা গেলে আন্দোলনকারীরা তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার লাশ বের করে শহরের কেন্দ্রস্থল পায়রা চত্বরে এনে টাঙ্গিয়ে রাখে। এসময় তার লাশের উপর আন্দোলনকারীরা জুতা সেন্ডেল দিয়ে মারতে থাকে। পের সেখান থেকে গভীর রাতে লাশ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে কালীগঞ্জ উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুয়েলের বাড়িতে আগুন দিতে গিয়ে পুড়ে মারা গেছে ২ আন্দোলনকারী। সোমবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার ঢাকালে পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, শেখ হাসিনা’র দেশ ত্যাগের ঘটনার পর কিছু বিক্ষুব্ধ জনতা বিকালে কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের ঢাকালে পাড়া এলাকার জুয়েল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন দেয়। এর মধ্যে রাব্বি ও মুজাহিদ নামে দুই আন্দোলনকারী ওই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় আগুন ধরাতে গেলে তারা আর নিচে নামতে পারেনি। ফলে সেখানেই পুড়ে তাদের মৃত্যু হয়। মৃত রাব্বির বাড়ি ওই উপজেলার ফয়লা ও মুজাহিদের বাড়ি খয়েরতলা এলাকায়

বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে ধর্ষণ মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানের যাবজ্জীবন

ধর্ষণ মামলায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে ঝিনাইদহের আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচার মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় দেন। মামলায় আরেক আসামি নজরুল ইসলামের দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস প্রদান করা হয়েছে।

খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ সদর উপজেলার নরহরিদ্রা গ্রামের খন্দকার আমিরুজ্জামানের ছেলে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানাগেছে, ২০২২ সালের ১৫ এপ্রিল বিচারের জন্য ভুক্তভোগী নারী চেয়ারম্যান ফরিদের কাছে গেলে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ওই নারী ১৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর থানায় বাদী হয়ে চেয়ারম্যান ও তার গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নেন চেয়ারম্যান ফরিদ। পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টে ফরিদের সম্পৃক্তা ধরা পড়ে। দীর্ঘ বিচারক প্রক্রিয়া শেষে আজ মঙ্গলবার ঝিনাইদহের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলী অ্যাড: বজলুর রহমান জানান, বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই-বাছাই করে ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত

করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

এই মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাড: নেকবার।

ভুক্তভোগী নারী গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, বিচার চাইতে গিয়ে ফরিদ চেয়ারম্যানের লালসার শিকার হন তিনি। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে চেয়ারম্যান নরহরিদ্রা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ডেকে নেন। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে তাকে দুইতলার একটি কক্ষে নিয়ে যান এবং নেশা জাতীয় কিছু সেবন করিয়ে ফরিদ ধর্ষণ করেন।

দামুড়হুদায় ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাবের বিরুদ্ধে ইউপি সদস্যদের অনাস্থা প্রকাশ

দামুড়হুদা উপজেলার ১নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন এর বিরুদ্ধে ১১ জন ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাচারিতা ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রকাশ করেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বরাবর জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা সরজমিনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে অনাস্থা প্রকাশের লিখিত অভিযোগ পেশ করেন।

লিখিত অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, সকল ইউপি সদস্যদের পক্ষে জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন এই মর্মে লিখত অভিযোগ করেন যে, আমরা ১নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাধারন ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যবৃন্দ। আপনার কার্যালয়ে এই মর্মে অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করিতেছি যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রতি মাসে মাসিক সভার আহ্বান করার নিয়ম থাকা স্বত্বেও ১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদে দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ কোন সভা আহ্বান করা হয় নাই। এমনকি চেয়ারম্যান সাহেব নিজ বাড়িতে

বসে ইচ্ছে মতো অফিসিয়াল কাজ করে, যাহার কারণে জনসেবা মারাত্বকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

পরিষদের বিভিন্ন বরাদ্দ যেমন টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ইত্যাদি নিজ ইচ্ছা মতো প্রকল্প তৈরি করে খাদ্যশষ্য/টাকা আত্মসাৎ করে আসছে।

উল্লেখ্য যে, অত্র ইউনিয়ন পরিষদে উল্লেখিত প্রকল্পের কোন স্ক্রীম নাই । বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন করে আসছে। তাদের নামে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদির নামকরণ করার নির্দেশনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করছে না। অত্র ইউনিয়ন পরিষদের আয়-ব্যায় এর হিসাবপত্র সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদেরকে অবহিত করেন না। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিডব্লিউ কার্ড নং: ১৬৫, কার্ড নং: ৩৭, কার্ড নং: ৪৩ সহ মোট১৮ জন সুবিধাভোগীর নামে কার্ড থাকলেও উক্ত সুবিধাভোগীরা আজ পর্যন্ত কোনপ্রকার সুবিধা পায় নাই। উল্লেখিত দুর্নীতির কারণে আমরা আমাদের স্ব-স্ব ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের উন্নয়ন কর্মকান্ড সঠিকভাবে করতে পারছি না। যাহার কারণে অত্র ইউনিয়নের জনসাধারণ
ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, অনাস্থা প্রকাশের দরখাস্ত হাতে পেয়েছি, বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান নিহত

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ২ বারের সাবেক চেয়ারম্যান ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি নিহত হয়েছে।

বুধবার(১৪ ফেব্রুয়ারী) বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা -মুজিবনগর সড়কের দর্শনা পৌরসভার রামনগর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি উপজেলার আরামডাঙ্গা গ্রামের আহমেদ আলী মন্ডলের বড় ছেলে। মৃত্যু

কালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মোটরসাইকেলযোগে কার্পাসডাঙ্গার আরামডাঙ্গার নিজবাড়ি হতে দর্শনায় যাবার পথে উপজেলার দর্শনা পৌরসভার রামনগর মোড়ে পৌছালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি বিল্ডিংয়ের সাথে সজোরে ধাক্কা মারলে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে দ্রুত উদ্ধার করে তাকে দর্শনা মুক্তি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

মোটরসাইকেল চালানো অবস্থায় স্টোক করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে চেয়ারম্যানের পরিবারের সদস্যরা এসে লাশ নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। তিনি কার্পাসডাঙ্গা ইউপি দুই দুই বারের ইউপি সদস্য ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ১৯৯২ ও ২০১১ সালে নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহা বলেন,দর্শনা রামনগর গ্রামে একটি দেওয়ালে ধাক্কা লেগে তার মৃত্য হয়।বর্তমানে তার লাশ গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।তবে দৃর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলটি থানা হেফাজতে আছে।

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান বিপুল বরখাস্ত

আলমডাঙ্গায় নৌকার কর্মী হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারকে তাঁর পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত সোমবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও

আলমডাঙ্গা ইউএনও বরাবরে পাঠানো হয়েছে। ই- মেইলে চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা ইউএনও স্নিগ্ধা দাস।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা হয়েছে। এই মামলায় তাঁকে হত্যাকান্ডে হুকুম দাতা হিসেবে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গত ৯ অক্টোবর অভিযোগপত্র দিলে তা চুয়াডাঙ্গার আদালতে গৃহীত হয়। ফলে তাঁর দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। সে জন্য এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দারের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সুপারিশে স্থানীয় সরকার আইনের ৩৪-এর (১) ধারায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১১ মার্চ উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগ ও বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থক জহুরুলনগর গ্রামের আত্তাব মন্ডলের ছেলে দবির উদ্দিন, খবির উদ্দিন, আনিস ও একই গ্রামের ইসলাম লস্করের ছেলে মিয়াসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হন। এ ঘটনায় আহত দবিরের ছেলে খোকন ২৪ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় মামলা করেছিলেন। এরপর ১৩ দিন আইসিউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ মার্চ শুক্রবার সকাল ১০টায় দবিরের মৃত্যু হলে, মামলায় হত্যা মামলার ধারা যুক্ত হয়। পরে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জিআর ৪৯/২০২৩ মামলটি গৃহীত হয়। মামলার আসামি হয়েও বিপুল প্রথমবারের মতো ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সম্প্রতি নিহত দবিরের ছেলে খোকন ইউপি চেয়ারম্যান বিপুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিব বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছিলেন।

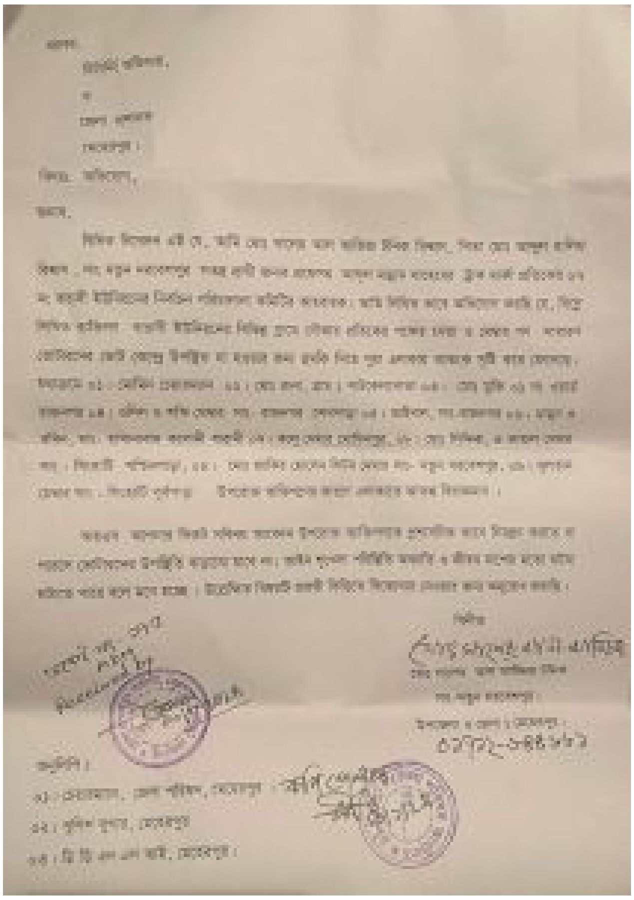

বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মমিনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম মসিনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য হুমকি প্রদান করে আতংক সৃষ্টি করার অভিযোগ করেছেন মোঃ সালেহ আল আজিজ টনিক বিশ্বাস।

বিষয়টি নিয়ে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অভিযোগ করেছেন।

গত ৩ জানুয়ারি বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ পত্রটি দাখিল করেন। অভিযোগ পত্রটি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করেছেন। যার ডকেট নম্বর ১৭৫, তারিখ ৩ জানুয়ারি।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি সতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নানের (ট্রাক প্রতীকের) ০৭ নম্বর বারাদী ইউনিয়নের নির্বাচন পরিচালানা কমিটির আহবায়ক। ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নৌকার প্রতীকের পক্ষের নেতা ও মেম্বার গণ সাধারণ ভোটারদের ভোট

কেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে পুরা এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে ফেলেছে।

লিখিত অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেছেন, মোমিন চেয়ারম্যান সহ পাটকেলপোতা গ্রামের মোঃ রানা, রাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মোঃ মুক্তি, রাজনগর শেখপাড়ার ওলিল ও শফি মেম্বার, আইনাল, হাসানাবাদ কলোনীর মামুন ও রবিন, মোমিনপুরের কালু মেম্বার, সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার মোঃ সিদ্দিক ও কামাল, নতুন দরবেশপুরের মোঃ জাকির হোসেন লিটন মেম্বার এবং সিংহাটি পূর্বপাড়ার সুলতান মেম্বরকে। লিখিত অভিযোগে তিনি অনুরোধ করেন ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

টনিক বিশ্বাস অভিযোগ করে বলেন, অভিযোগ দাখিল ২৪ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তিনি নিজেই অভিযোগের অনুলিপি জেলা পরিষদ, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও গোয়েন্দা সংস্থায় দিয়ে এসেছেন।

ঝিনাইদহে নৌকার পক্ষ নেওয়ায় ইউপি চেয়ারম্যানকে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল হাইয়ের কর্মী ও হাকিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকুকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের বিরুদ্ধে।

এঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে শৈলকুপা থানায় জিডি করেছেন ওই ভুক্তভোগী। শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু প্রয়াত উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শিকদার মোশাররফ হোসেন ও শিকদার শেফালী বেগমের পুত্র এবং শৈলকুপা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

জিডি সূত্রে জানা গেছে,শৈলকুপা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হাইয়ের নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে করে ওই এলাকায় নৌকা প্রতীকের পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে। সেজন্য তাঁকে নিজ শিবিরে ভেড়ানোর জন্য একের পর এক প্রলোভন দেখাতে থাকে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল ও তাঁর স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। এমনকি মোটা অংকের টাকার প্রলোভন পর্যন্ত তাঁকে দেখানো হয়।

ওই সকল প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ইকুকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল ও তাঁর স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। তারপর থেকেই ভুক্তভোগী ইউপি চেয়ারম্যান ইকুসহ তাঁর অনুসারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে।

এ সকল অভিযোগের বিষয়ে জানতে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম চৌধুরী জানান, বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ইউপি চেয়ারম্যান ও ৪ সদস্যের দ্বন্দ্বের সমাধান

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ৪ ইউপি সদস্য ও চেয়ারম্যানের দ্বন্দের অবসান ঘটেছে। গতকাল রোববার বিকেলে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও ৯ জন ইউপি সদস্য এবং ৩ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের মধ্যস্ততায় এ বিরোধ শান্তিপূর্ণ ভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে।

জানা যায়,গত ২১ মাস যাবৎ ওই পরিষদের ৪ ইউপি সদস্যের বেতন-ভাতা না পাওয়া নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০২১ সালে। নির্বাচনে শপথের মাধ্যমে ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলসহ নারী ও পুরুষ সদস্যরা পরিষদের দায়িত্ব নেন। দায়িত্বরপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওই ইউনিয়ন পরিষদের ৪ ইউপি সদস্য ২১ মাসের বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না বলে ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন । এনিয়ে চলতে থাকে দীর্ঘ বিরোধ। পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ঠাণ্ডু মণ্ডল, ৩ নং ওয়ার্ডের শামিম রেজা, ৪ নং ওয়ার্ডের শাহাদত হোসেন ও ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য হারুন মণ্ডল।

এই চার সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড.কিসিঞ্জার চাকমা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। এ অভিযোগের তদন্ত করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার। করা হয় গণশুনানি।

গত ১৬ অক্টোবর সরকারী অনুদান (কৃষকদের ভর্তুকি) এসেছে। এমন খবরে কৃষি অফিসে আসায় ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে চার ইউপি সদস্যের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ইউপি সদস্যদের মারপিটের ঘটনাটির সিসি ক্যামেরার ভিডিও স্যোসাল মিডিয়া ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে মুহুর্তে ভাইরাল হয়। এনিয়ে উপজেলা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়। শুরু হয় নানান গুঞ্জন। ৪ ইউপি সদস্য আদালতে মামলা দায়ের করেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা থানাও মারপিটের ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করে।

এমন উত্তেজেনাকর পরিস্থিতির মধ্যে কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টুর উদ্যোগে গত রোববার বিকেলে বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদে দুই পক্ষকে নিয়ে আপোষ মিমাংসায় বসেন।

এ ধরনের অনাকাক্ষিত ঘটনা আর ঘটবে না,এবং মেম্বারদের সাথে সমন্বয় করে সকল কার্যক্রম পরিচালনার করাসহ একসাথে চলার অঙ্গিকারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বিরোধের শান্তি পূর্ণ সমাধান করা হয়। দীর্ঘ দিনের এই বিরোধ নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ফিরেছে স্বস্তি।

গাংনীর সীমান্তে মাদকের সয়লাব, অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানদের

গাংনীর সীমান্ত এলাকা এখন মাদকে সয়লাব হয়ে পড়ছে। যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় মাদকের স্বর্গরাজ্য। শহরের উঠতি বয়সি তরুনরা মোটরসাইকেল যোগে সীমান্তে গিয়ে মাদক নিয়ে আবারও ফিরে আসছেন। এসব তরুন মাদকসেবিদের আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা অথবা ডোব টেস্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। খোদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রশাসনের কাছে এই আবেদন জানান।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) গাংনী উপজেলা মাসিক আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মিটিং এ এই আহবান জানান তারা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন শৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু প্রমুখ। এসময় সরকারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, র্যাব, বিজিবি, ইফার প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক মিটিং এ সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়িয়া চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ফারুক

আহমেদ এলাকার মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তারা র্যাব, বিজিবি ও পুলিশকে আরও সক্রিয় হয়ে দায়ীত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান। মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে অস্থিতিশীল করার জন্য এক শ্রেনীর মানুষ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করতে পারে। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশাসনকে সচেতন থাকারও অনুরোধ জানান।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বিষয়টি গুরত্বের সাথে দেখে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ জানান।

আলমডাঙ্গায় পরকীয়ার প্রেমিক জুটিকে জুতার মালা দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান, গ্রেপ্তার ৩

আলমডাঙ্গা উপজেলার তিয়রবিলা গ্রামে পরকীয়ার অভিযোগে প্রবাসীর স্ত্রী ও ব্যবসায়ীকে জুতাপেটা করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সালিশকারীরা। পরে তাদের জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। গত ২৯ এপ্রিল শনিবার এই ঘটনা ঘটলেও সোমবার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সকলের নজরে আসে।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লালন হোসেন সোমবার সন্ধ্যায় খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সাবেক ইউপি সদস্যসহ ৫ জন ও অজ্ঞাত ৩-৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। ওই মামলায় সালিশকারী তিনজনকে রাতেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন, খাসকররা গ্রামের শফি মল্লিক (৬০), হাসান আলী (৩০), কলম জোয়ারদার (৬০)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামের এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসায়ী যুবক লালনের পরকীয়ার সম্পর্ক

গড়ে ওঠে। এ নিয়ে খাসকররা ইউনিয়নের তিয়রবিলা গ্রামে ওই গৃহবধূর বাড়ির সন্নিকটে সালিশ বৈঠক ডাকেন ইউপি চেয়ারম্যান। অভিযুক্ত লালন সালিশে আসতে না চাইলেও জোরপূর্বক তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। প্রায় ২ শতাধিক সাধারণ মানুষের উপস্থিতে বৈঠক হয়। পরে সালিশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরকীয়া গৃহবধূ ও লালনকে শারীরিক নির্যাতনের পর জুতার মালা পড়িয়ে এলাকা ঘুরাই। এছাড়াও দেড় লক্ষাধিক টাকা জরিমানা ও দু’জনকে গ্রাম ছাড়তে নির্দেশ দেয়, খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহম্মেদ লাল। এ ঘটনায় সালিশকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী লালন বলেন, ‘ ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে পূর্ব বিরোধের জেরে ওরা আমাকে জোর করে বেধেঁ গ্রামের সবার সামনে জুতার মালা দিয়েছে এবং জুতার মালা পরিয়ে সারা গ্রাম ঘুরিয়েছে। এখন আর বাঁচার ইচ্ছে নেই আমার। আমি এর বিচার চাই। সোমবার রাতেই থানায় মামলা করেছি’

খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহম্মেদ লালের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ‘ঘটনা শোনার পরই মামলা নিয়েছি। সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তদন্ত সাপেক্ষে প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে। এছাড়াও মূল হোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্যরা পলাতক রয়েছে।